আইনসভা ও বিচার

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ (২০০৯-২০১২)

- নবম জাতীয় সংসদে ২০২টি আইন পাশ।
- ভোটার তালিকা আইন, তথ্য অধিকার আইন, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, বীমা আইন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, সংবিধান (পঞ্চদশ) সংশোধনী আইন, উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) আইন, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন, বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আইন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক অবসর গ্রহণ বিশেষ বিধান আইন, প্রতিযোগিতা আইন, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সংশোধন) আইন, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইনসহ পাশকৃত আইনগুলো বাস্তবায়নের ফলে জনগণের আর্থ-সামাজিক অধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ১৫ আগস্ট ২০১২ টুঙ্গিপাড়ায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সমাধিতে ফাতেহা পাঠ, পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং মোনাজাত করেন।

- মন্ত্রণালয়ভিত্তিক কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সংসদের শুরুতেই ৫১টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন। কমিটির সভাপতি হিসেবে সরকারী দলের পাশাপাশি বিরোধী দল এবং মহাজোটের শরিক দলগুলো থেকে ৫ জন সংসদ সদস্যকে দায়িত্ব প্রদান।
- সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর সুপারিশ প্রদানের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন।
- স্থায়ী কমিটির ১ হাজার ৬৫৯টি বৈঠক অনুষ্ঠিত। ৫১টি রিপোর্ট পেশ।
- রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবে ৮৬৫ জন সংসদ সদস্য ১৬৩ ঘণ্টা ১১ মিনিট এবং বাজেটের ওপর ৯৩৬ জন সংসদ সদস্য ১৮৪ ঘণ্টা ১০ মিনিট আলোচনা অনুষ্ঠিত।
- বিভিন্ন বিষয়ে ৭টি আইনগত মতামত গ্রহণ।
- ১৯টি বেসরকারী বিল গ্রহণ। ১টি নিষ্পত্তি ও ১২টির কার্যক্রম চলমান।
- সংসদে প্রধানমন্ত্রীর ৬১৫টি প্রশ্ন উত্থাপন ও উত্তর প্রদান।
- মন্ত্রণালয়ভিত্তিক ১৮ হাজার ৯২৭টি তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন এবং ৬ হাজার ৪১৯টি তারকাবিহীন প্রশ্ন উত্থাপন ও উত্তর প্রদান।
- গণতন্ত্র, মানবাধিকার, অর্থ, বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জলবায়ু ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৩৯টি সংসদীয় প্রতিনিধিদল বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত সেমিনার, সম্মেলন ও ওয়ার্কশপে যোগদান।
- দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, ব্রিটেন, চীন, ভূটান, ফ্রান্স ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের ৮টি সংসদীয় প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর।
- সংসদ সদস্যদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকায় ৬টি আন্তর্জাতিক সেমিনার ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত।
- দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার ও সংসদীয় রীতিনীতি আদান-প্রদানের লক্ষ্যে ১৫টি দেশ অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী, জাপান, তুরস্ক, ইরান, সৌদি আরব, দক্ষিণ কোরিয়া, কম্বোডিয়া, চীন, আফগানিস্তান, ভারত, পাকিস্তান, বাহরাইন ও মালয়েশিয়ার সাথে সংসদীয় মৈত্রী গ্রুপ গঠন।
- পুরাতন এমপি হোস্টেলকে সংসদ সদস্যদের অফিস হিসেবে রূপান্তর করে ১৯২টি অফিস বরাদ্দ। সংসদ সদস্যদের ইন্টারনেট সংযোগসহ ল্যাপটপ বরাদ্দের উদ্যোগ গ্রহণ।
- অবকাঠামো উন্নয়ন ও অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে ১৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন।
- সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে শিশু গ্যালারী স্থাপন। স্যুভেনির শপ স্থাপন।
- জনগণের সংসদীয় কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করার লক্ষ্যে "সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন" চালু। মিডিয়া সেন্টার চালুর মাধ্যমে প্রাইভেট চ্যানেলগুলোর সংসদ কার্যক্রম সরাসরি সম্প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি।

- জাতীয় সংসদ ও সংসদ সচিবালয়ের সকল কার্যক্রমকে ডিজিটাইজড করার মাধ্যমে ই-পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠা। ত্রৈমাসিক "সংসদ গ্রন্থাগার বুলেটিন" প্রকাশ।

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট (২০০৯-২০১২)

- ৪৮ জন নতুন বিচারপতি নিয়োগ। বিচারপতিদের নতুন ২৩টি খাসকামরা, ৯টি কোর্ট রুম, ২০টি পিও চেম্বার প্রতিষ্ঠা।
- আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারকদের জন্য ৬টি খাসকামরা ও ২টি কোর্ট রুম, প্রসিকিউটারদের জন্য ৯টি অফিস ও খাসকামরা প্রতিষ্ঠা।
- সুপ্রীম কোর্ট বিচারপতিদের জন্য একটি ২০-তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ।
- সুপ্রীম কোর্টের ওয়েবসাইট www.supremecourt.gov.bd এর মাধ্যমে মামলার ধার্য তারিখ, সংক্ষিপ্ত আকারে মামলার ফলাফল ও অন্যান্য তথ্য প্রদর্শন ও অনুসন্ধানের ব্যবস্থা।
- মোবাইল ফোনে এসএমএস এর সাহায্যে মামলার তথ্য পাওয়ার ব্যবস্থা।
- আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থী মানুষের সুবিধার্থে সুপ্রীমকোর্ট প্রাঙ্গণে জনবহুল দৃশ্যমান স্থানে ৫টি ৪২ ইঞ্চি ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন।
- অধঃস্তন আদালতসমূহে চলমান মামলা সংক্রান্ত তথ্যসহ দৈনন্দিন কার্যতালিকা, সংক্ষিপ্ত ফলাফল ও পরবর্তী ধার্য তারিখ প্রাপ্তির লক্ষ্যে www.bdcourts.gov.bd ওয়েবসাইট প্রতিষ্ঠা।
- মামলার নকল প্রাপ্তিসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে আদালতসমূহের বিভিন্ন শাখাকে ল্যান এর মাধ্যমে সংযুক্তকরণ।
- কম্পিউটার ট্রেনিং ল্যাব প্রতিষ্ঠা।

নির্বাচন কমিশন (২০০৯-২০১২)

- একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্ভরযোগ্য নির্বাচন ব্যবস্থা, নিয়মিত নির্বাচন পরিচালনা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা।
- দেশ-বিদেশে প্রশংসা অর্জন।
- চার বছরে নির্বাচন কমিশনের অধীনে জাতীয় সংসদের ১৪টি উপ-নির্বাচনসহ সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের মোট ৫ হাজার ৫০৯টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত।
- এইসব নির্বাচনে ১৪ জন সংসদ সদস্য, ৪ হাজার ৪২১টি ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান, মেম্বারসহ ৫৭ হাজার ৩৭৩ জন জনপ্রতিনিধি, ৪৮১টি উপজেলা পরিষদে ১ হাজার ৪৪৩ জন

চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, ২৮২টি পৌরসভায় ৩ হাজার ৭৮২ জন পৌর মেয়র ও কাউন্সিলর এবং ৪টি সিটি কর্পোরেশনে ৪ জন মেয়র ও ১৭১ জন কাউন্সিলর নির্বাচিত।

- স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরের উপনির্বাচনে আরো ৩০৭ জন জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত।
- জাতীয় সংসদ থেকে ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত সর্বমোট ৬৩ হাজার ১৯৪ জন জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত। প্রতিটি নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন। কোথাও কোনো অভিযোগ উঠেনি।
- স্থানীয় সরকার ও উপনির্বাচনসহ বিভিন্ন নির্বাচনে সরকারী দলের প্রার্থীও পরাজিত হয়েছে। কিন্তু সরকার কোনো রকম হস্তক্ষেপ করেনি। জনগণের রায় মাথা পেতে নিয়েছে।
- অতীতে কোন সরকারের আমলেই এ ধরনের শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয় নাই।
- জনগণের সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষার জন্য জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করাই বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য।
- নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালীকরণ। গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ। সরকারের কাছ থেকে যথাযথ সেবা প্রাপ্তি ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিতকরণ।
- বাংলাদেশে এই প্রথম কোন বাধ্যবাধকতা না থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতি সকল রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা করে তাদের মতামত নিয়ে একটি সার্চ কমিটি গঠন। সার্চ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন গঠন।
- নির্বাচন কমিশনে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি। নির্বাচন কমিশনের আর্থিক স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিতকরণ। চাহিদা অনুযায়ী লোকবল বৃদ্ধি। জেলা ও উপজেলায় নির্বাচন অফিস চালু।
- নির্বাচনের সময় প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলো নির্বাচন কমিশনের অধীনে ন্যস্ত। নির্বাচন কমিশনের ইচ্ছানুযায়ী নিয়োগ ও বদলী।
- নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পরীক্ষামূলকভাবে ৪টি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) এর সফল ব্যবহার।
- নির্বাচনী ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে স্টিল ব্যালট বাক্সের পরিবর্তে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের ব্যবহার প্রচলন। নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা সংস্কারের অংশ হিসেবে সীমিত আকারে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ওয়েব ক্যামেরা ও সিসিটিভি ব্যবহার।
- প্রথমবারের মতো দেশে ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও ভোটার হওয়ার যোগ্য সকল নাগরিককে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক প্রশংসা অর্জন। এর ফলে খুব সহজেই নাগরিক সনাক্তকরণ।

- নতুন ও বাদ পড়া ব্যক্তির নাম তালিকাভুক্ত করে, মৃত ও অযোগ্য ভোটারদের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে এবং ঠিকানা পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত করে দেশব্যাপী ভোটার তালিকা হালনাগাদকরণ।
- দেশে বর্তমানে মোট ভোটার ৯ কোটি ২১ লাখ ২৯ হাজার ৮৫২ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৪ কোটি ৬২ লাখ ১ হাজার ৮৭১ জন এবং নারী ভোটার ৪ কোটি ৫৯ লাখ ২৭ হাজার ৯৮১ জন।
- একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার স্থাপন। দেশের সব ভোটারের এ তথ্যভাণ্ডার প্রতিবছর হালনাগাদকরণ।
- এ তথ্যভাণ্ডারের সুবিধা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ।
- উন্নততর জাতীয় পরিচয়পত্র (স্মার্ট কার্ড) প্রদানের লক্ষ্যে আইডেনটিফিকেশন সিস্টেম ফর এনহেন্সিং এক্সেস টু সার্ভিসেস প্রকল্প গ্রহণ।
- ভোটার নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান সেবা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৪১৬টি সার্ভার স্টেশন নির্মাণ।
- জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচীতে প্রকৃত উপকারভোগী সনাক্তকরণ।
- দেশের সকল নারী ভোটারকে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের স্বীকৃতি, রাজনৈতিক দলের রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালায় ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্বের বিধান এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারী প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রমের ফলে নারী নেতৃত্ব বিকাশের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারীর আসন সংরক্ষণ। বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় ১৪ হাজার নারী নির্বাচিত। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ।
- জেন্ডার ইক্যুইটি ইনডেক্স ২০১২ অনুযায়ী নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ৫৫ পয়েন্ট পেয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় ঈর্ষণীয় অবস্থানে রয়েছে, যেখানে পাকিস্তানের অর্জন ২৯ পয়েন্ট আর ভারতের ৩৭ পয়েন্ট।
- দুর্যোগকালীন তথ্য সুরক্ষার জন্য ডিজাস্টার রিকভারী সিস্টেম স্থাপন।
- কমিশনের কর্মকাণ্ড আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে আইসিটি অনুবিভাগ ও জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ সৃজন।
- ইলেকশন রিসোর্চ সেন্টার নির্মাণাধীন। ১১তলা বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন ভবন এবং ১২তলা বিশিষ্ট নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন নির্মাণাধীন।
- নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বিভিন্ন দপ্তর, উইং এবং মাঠ পর্যায়ের অফিসের আন্তঃযোগাযোগের মাধ্যমে নির্বাচনে প্রার্থীদের হলফনামা, নির্বাচনী ব্যয় ও অর্থের উৎস সংক্রান্ত তথ্যাবলী

ওয়েবসাইটে প্রকাশ, দ্রুত ফলাফল প্রকাশে প্রযুক্তি ব্যবহার এবং এসএমএস-এর মাধ্যমে ভোটারদের তথ্য প্রদানের কারণে নির্বাচনসমূহে ভোটারদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি।

- জনগণকে এ সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে কমিশন দেশে অনুষ্ঠিত সকল ডিজিটাল মেলায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ।
- ২০১০ সালের ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় ইউনিকোড ফন্ট 'নিকস' প্রণয়নে বিশেষ সম্মাননা পুরস্কার লাভ।

আইন ও বিচার (২০০৯-২০১২)

- মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সংঘটিত গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য সরকার ২০০৯ সালে আইন সংশোধনপূর্বক বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারককে চেয়ারম্যান ও দুই জন বিচারককে সদস্য করে দুটি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন।
- ট্রাইব্যুনালসমূহে নয়টি মামলা বিচারাধীন। একটি মামলার কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে।
- পিলখানায় সংঘটিত বিডিআর বিদ্রোহের অভিযোগে ৫৭টি ইউনিটের সর্বমোট ১৮ হাজার ৫২০ জনের বিচারকাজ সম্পন্ন। এর মধ্যে ৫ হাজার ৯২৬ জনের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান।
- পিলখানায় নৃশংস হত্যাকাণ্ডসহ বিভিন্ন ফৌজদারী অপরাধের জন্য ৮৫০ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিচারকাজ অব্যাহত।
- সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে বিচারক নিয়োগের ফলে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা হ্রাস।
- রাজস্ব ও বাণিজ্য বিরোধ সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে পাঁচটি নিবেদিত বেঞ্চ গঠন।
- বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ ও সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্য একটি আধুনিক ড্যাটা সেন্টার স্থাপন।
- সহকারী জজ ও জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের শূন্য ৩৩১টি পদে নিয়োগ প্রদান। আরো ১২৫টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্তকরণ। ৩১০টি কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃজন।
- "জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০" এর আওতায় গরীব, নিঃস্ব ও সহায়-সম্বলহীন ব্যক্তিদের সরকারী খরচে আইনী সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলায় ৪৮টি লিগ্যাল এইড অফিস স্থাপন।
- ৬৪টি জেলায় একজন করে লিগ্যাল এইড অফিসারের পদসহ মোট ১৯২টি পদ সৃজন। দেশব্যাপী উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটি গঠন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ জুন ২০১২ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে গ্রাম আদালত সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

- লিগ্যাল এইড বিষয়ে তথ্য সরবরাহের জন্য সংস্থার প্রধান কার্যালয় হটলাইন সার্ভিস চালু। গণমাধ্যমে লিগ্যাল এইড বিষয়ে জনসচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত। ৬৪ জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির অনুকূলে ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান।
- ৪৮ হাজার দরিদ্র-অসহায় মানুষকে আইনী সহায়তা প্রদান।
- ৫ হাজার ৩৫৪টি দেওয়ানী, ১০ হাজার ৯৩৯টি ফৌজদারী এবং ৫৯৬টি জেল আপীল মামলাসহ প্রায় ২০ হাজার মামলা আইনী সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে নিষ্পত্তি।
- সরকারী আইনী সেবা গ্রহণকারী, বিশেষ করে দরিদ্র মহিলা বিচারপ্রার্থীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি। জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার দরিদ্র ও অসহায় জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি আইনগত পরামর্শ প্রদান এবং বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তিকরণ।
- নারীর প্রতি সহিংসতা রোধকল্পে বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগের নিমিত্তে ৭০৯ জন বিচারক এবং ৩০৮ জন আইন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের জন্য ৩৪টি জেলায় ভবন নির্মাণ এবং ৩০টি জেলায় জমি অধিগ্রহণ অব্যাহত।
- ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন এবং হাজতখানা কাম পুলিশ ব্যারাকের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন। ২০টি জেলায় জেলা রেজিস্ট্রার অফিস ভবন নির্মাণ।
- ৩৪টি উপজেলায় সাব-রেজিস্ট্রার অফিস ভবন নির্মাণ। আরো ২৩টি সাব-রেজিস্ট্রার অফিস ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণ অব্যাহত।
- ঢাকা, যশোর, গাজীপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, রাজশাহী, গোপালগঞ্জ এবং কুমিল্লা জেলায় সরকারী আইন সহায়তা প্রদান কর্মসূচীর পূর্ণাঙ্গ মডেল চালুকরণ। জাতীয় আইন সহায়তা প্রদান সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
- প্রত্যাশী সংস্থার চাহিদা মোতাবেক সরকার পক্ষে ১ হাজার ৯৪৪টি সিভিল রিভিশন দায়ের।

- সরকারের বিপক্ষে দায়েরকৃত ১ হাজার ৫০৩টি সিভিল রিভিশন মামলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সরকার কর্তৃক ২০৯টি ১ম আপীল দায়ের। সরকারের বিপক্ষে দায়েরকৃত ২৪৮টি ১ম আপীল মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সরকার কর্তৃক ১ম বিবিধ আপীল দায়ের ৪৫টি। সরকারের বিপক্ষে দায়েরকৃত ১৩৩টি ১ম বিবিধ আপীল মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা। মহামান্য সুপ্রীমকোর্টে ৭২৮টি আপীল দায়ের ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বিবিধ মতামত প্রদান ১৫৪টি। মামলার ফলাফল অবহিতকরণ ১৭৭টি।
- প্রত্যাশী সংস্থার চাহিদা মোতাবেক ৩ হাজার ৩৭৭টি রিট মোকদ্দমায় সরকারের বিপক্ষে হাইকোর্ট প্রদত্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগে আপীল দায়ের।
- রিট মোকদ্দমায় সরকারের বিপক্ষে প্রদত্ত রায়ের আলোকে ২৪৭টি আইনী মতামত প্রদান। ১৩২টি আদেশের তথ্য অবহিতকরণ।
- সরকার পক্ষে রিট মামলা পরিচালনার জন্য ৩ হাজার ৩৭৭টি এ্যাডভোকেট-অন-রেকর্ড নিয়োগ।
- প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালের মামলায় ১ হাজার ৪২২টি প্যানেল এ্যাডভোকেট নিয়োগ।
- প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে লীভ টু আপীল দায়েরের মতামত প্রদান। মামলা পরিচালনার জন্য ৩৭২টি এ্যাডভোকেট-অন-রেকর্ড নিয়োগ।
- প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল এর রায়ের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়েরের মতামত প্রদান ৮০৫টি।
- বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টে অ্যাটর্নি জেনারেল ১জন, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল ৪জন, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ৬১ জন, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল ১১২ জন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে প্রসিকিউটর ১৪ জন, বিডিআর বিদ্রোহ হত্যাকাণ্ড ও বিস্ফোরক আদালতে স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর ৩৩ জন, জেলা জজ কোর্টসমূহে জিপি ৬৪ জন, পিপি ৬৬ জন, বিশেষ পিপি ১২১ জন, অতিরিক্ত পিপি ২৩০ জন, অতিরিক্ত জিপি ৮০ জন, এপিপি ৩ হাজার ১১ জন ও এজিপি ৮৫০ জন নিয়োগ।
- সরকার পক্ষে ২৩৮টি ফৌজদারী আপীল দায়েরের প্রস্তাব।
- বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে সরকার পক্ষে ফৌজদারী মামলার ১ হাজার ২৭৭টি এ্যাডভোকেট-অন-রেকর্ড নিয়োগ।
- ডেথ রেফারেন্স মামলার জন্য ২৭০ জন আইনজীবী নিয়োগ।
- বিভিন্ন জেলার ৫টি আদালতের দৈনিক কার্যতালিকা জনসমক্ষে প্রদর্শনের জন্য ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন।
- বিচার খাতের আন্তঃসংস্থা যোগাযোগ, আলোচনা ও সমন্বয় জোরদার এবং মামলার জট কমাতে "জাস্টিস সেক্টর ফ্যাসিলিটি" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইউএনডিপি'র সাথে ৭০ লক্ষ মার্কিন ডলারের একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত।

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক (২০০৯-২০১২)

- রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বস্তরে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে নতুন নতুন আইন প্রণয়ন।
- ২০২টি আইন, ২২টি অধ্যাদেশ, ৮১০টি চুক্তি এবং ১ হাজার ৪৫০টি এস.আর.ও প্রণয়ন।
- বিএনপি-জামাত জোট আমলে একই সময়ে ১২৬টি আইন প্রণয়ন।
- কাজের পরিমাণ ও জটিলতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম শুরু।
- ওয়েবসাইটে "ল'জ অব বাংলাদেশ" লিংকের মাধ্যমে বাংলাদেশ কোড সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ। সকল আইন জনগণের জন্য উন্মুক্তকরণ।
- বাংলাদেশ কোড-এর ২৬ নং ভলিউম ইংরেজীতে প্রণয়ন। ৩১টি আইন বাংলায় প্রণয়ন। ২৮টি আইন অনুবাদকরণ ও দুটি পৃথক ভলিউমে প্রকাশ।
- তিনটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন।
- মানবাধিকার, সকলের জন্য বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত ও বিচার পদ্ধতি সহজীকরণ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কৌশলগত ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আইন সংস্কারের মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য "প্রমোটিং এক্সেস টু জাস্টিস এন্ড হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ" প্রকল্প গ্রহণ।
- শিশু সংক্রান্ত বিদ্যমান আইনগুলো যুগোপযোগী করা এবং শিশুর ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান কিশোর বিচার ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও শক্তিশালী করতে "পলিসি এ্যাডভোকেসি এন্ড লেজিসলেটিভ রিফোর্ম" প্রকল্প গ্রহণ।
- এ প্রকল্পের আওতায় শিশু বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাতের মোট ৬৭৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান। শিশু আইন সংস্কার। শিশু অধিকার সনদের সঙ্গে বিভিন্ন আইনের অসামঞ্জস্য চিহ্নিতকরণ।
- নারীর প্রতি সহিংসতা হ্রাস করার লক্ষ্যে বিভিন্ন আইন পর্যালোচনা করে নারী সহায়ক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে "ইমপ্লিমেনটেশন অব সিডো ফর রিডিউসিং ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন" প্রকল্প গ্রহণ।
- প্রকল্পের অধীনে ৪টি বিভাগে অরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম এবং ১৫৫ জন বিচারকসহ মোট ১৬২ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- সিডো কনভেনশনের বাংলা অনুবাদ, বেঞ্চবুক এবং ট্রেনিং চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ম্যানুয়েল প্রস্তুতকরণ।

- লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অনুবাদ উইং কর্তৃক আইন, অধ্যাদেশ, অধঃস্তন আইন, আন্তর্জাতিক চুক্তিসহ আইনগত দলিলের নির্ভরযোগ্য অনূদিত পাঠ প্রণয়ন।
- আইন প্রণয়নের পূর্বে প্রণীতব্য আইনের সম্ভাব্য প্রভাব বা ফলাফল জানার জন্য এ বিভাগে "রেগুলেটরী ইমপেক্ট এনালাইসিস" সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ।
- আন্তর্জাতিক আইন ও বিধি-বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জনমুখী আইনের খসড়া প্রণয়নে এ বিভাগের সামর্থ্য অনেকাংশে বৃদ্ধিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ। আইন কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন বিষয়ে ১৬টি আইনের সুপারিশ প্রণয়ন।